﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ কাউকে সাধ্যের বাহিরে কিছু চাপিয়ে দেন না। (সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৮৬)

الاذان و الصلوة بمكبرات الاصوات

মাইকযোগে আযান ও নামাজ

রচনায়
আব্‌দে রাসূল
মুফ্‌তী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী
খলিফা ঃ খানদানে আ'লা হযরত, ইউ.পি, ভারত
রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, সতরশ্রী, নেত্রকোণা
চেয়ারম্যান ঃ বাংলাদেশ রেজভীয়া তা'লিমুস্ সুন্নাহ্ বোর্ড ফাউন্ডেশন

ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খন্ড); মাইকযোগে আযান ও নামাজ

রচনায় ঃ মুফতী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী

স্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশ কাল ঃ ২ রবিউস সানী, ১৪৩৪ হিজরী
১ ফাল্গুন, ১৪১৯ বাংলা
১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ ইংরেজী

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস ঃ মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম রেজভী
ও মুহাম্মদ কবির হোসেন রেজভী

মুদ্রণ ঃ তোহফা এন্টারপ্রাইজ, ১০২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

হাদিয়া ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র

ফরিয়াদে

ইয়া আল্লাহ্!
এ ক্ষুদ্র লেখনির উসিলায়
★ আমার চোখের দৃষ্টি ও ধী-শক্তি দানকারিণী
তাপসী 'মা' হযরত রাবিয়া আখ্তার রেজভী রাহমাতুল্লাহি
আলাইহা ★ আমার পিতা যার লালন স্নেহে আমার অস্তিত্বের বিকাশ,
সুলতানুল ওয়ায়েজিন, পীরে ত্বরিকত, হযরাতুল আল্লামা গাজী আকবর
আলী রেজভী সুন্নী আল-ক্বাদেরী (মাঃ জিঃ আঃ) ★ আমার এ সাধনার
পথে রূহানী নজ্রে করম মঞ্জিল আলে **রাসূল ও আলে** আ'লা হযরত আজিমুল বারাকাত
ইমামে আহলে সুন্নাত আহমাদ রেযা খাঁন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ও
★ দয়াল নবীজীর মহাব্বতে জান-মাল কুরবান করে আমার
যে সমস্ত ভক্ত-মুরিদিন আজ মুক্তির পথে সংগ্রামরত
তাঁদেরকেসহ সকল ঈমানদার
উম্মতগণকে কবুল করুন।
আমিন!

কৃতজ্ঞতা

এ কিতাব লিখা ও সৌন্দর্য বর্ধনে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন আমার আদরের ফক্বীহে দ্বীন মাওলানা আলমগীর হোসাইন রেজভী, মুফতী আলী শাহ রেজভী ও মাওলানা আহমদ রেজভী প্রমুখ। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলকে নবীজির উছিলায় পরপারের সকল ঘাটিতে কামিয়াবী দান করুন। আমিন।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

- দোয়া ও অভিমত.....০৫
- যে কারণে.....০৭

ত্রয়োদশ খন্ড ঃ মাইকযোগে আযান

- اذان (আযান) এর আভিধানিক অর্থ.....০৯
- আযান এর পারিভাষিক সংজ্ঞা.....০৯
- আযানের আবিষ্কার.....১০
- জুমুআর দিনে বর্তমান প্রথম আযান.....১২
- আযানে জওক বা একাধিক মুয়াজ্জিনের সমস্বরে আযান.....১৪
- আযানে মাইক ব্যবহার করা বৈধ.....১৬
- আকাবেরে আহ্‌লে সুন্নাহ'র ফতোয়া.....২০

চতুর্দশ খন্ড ঃ মাইকযোগে নামাজ

- নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত.....২২
- নামাজে মাইক ব্যবহার প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরামের উক্তি.....২৩
- নামাজে মাইক ব্যবহারে আপত্তি সমূহের ভিত্তি ও পর্যালোচনা.....২৭
- মাইকের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ কিনা?.....৩৫
- সন্দেহজনক বিষয়ের ব্যাপারে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্রকারী ফরমান.....৩৮
- আ'লে রাসূলের তাক্বওয়া.....৩৯
- পরিশিষ্ট.....৪০
- দরগাহ শরীফে উদযাপিত অনুষ্ঠানাদি.....৪২

নবীরায়ে আ'লা হযরত, শাহজাদায়ে রায়হানে মিল্লাত, সাইয়্যেদী, সানাদী, মুরশিদী, হযরতুল হাজ্জ আল্লামা **মাওলানা মুহাম্মদ সুবহান রেযা খাঁন সুবহানী মিয়াঁ** ক্বাদ্দাসা সির্‌রাহুল আযীয

সাজ্জাদানেশীনঃ দরগাহে আ'লা হযরত; নাজেমে আ'লাঃ জামেয়া রেজভীয়া মানজারে ইসলাম; মুতওয়াল্লীঃ রেযা মসজিদ, বেরেলী শরীফ, ইউ.পি, ভারত; প্রধান সম্পাদকঃ মাহনামায়ে আ'লা হযরত-এর

দোয়া ও অভিমত

مجدد دین وملت سرکار اعلیحضرت عظیم البرکت شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا الحاج الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ

نبیرۂ اعلیحضرت سبحانی میاں

محمد سبحان رضا خاں

سجادہ نشین ومتولی خانقاہ عالیہ رضویہ وناظم اعلی جامعہ منظر اسلام رضا نگر محلہ سوداگران بریلی شریف

حجۃ الاسلام مولانا الشاہ محمد حامد رضا خاں رضی اللہ عنہ

مفتی اعظم ہند مولانا الشاہ محمد مصطفے رضا خاں رضی اللہ عنہ

مفسر اعظم ہند مولانا الشاہ محمد ابراہیم رضا خاں رضی اللہ عنہ

قائد ملت مولانا الشاہ محمد ریحان رضا خاں رضی اللہ عنہ

Nabeera-e-Aala Hazrat Shahzadá-e-Rehan-e-Millat, Alhaj MAULANA SUBHAN RAZA KHAN SUBHANI MIAN

Sajjada Nasheen Khanqah-e-Alia, Razvia, Hamidia, Nooria, Jeelania, Rehania Raza Nagar 84, Saudagran, Street, Bareilly-243003 (U.P)

MANAGER
Jamia Razvia
Manzar-e-Islam
Baerilly Shareef

MUTAWALLI
Raza Masjid
Bareilly Shareef

CHIEF EDITOR
Ala Hazrat
Monthly Magazine
Bareilly Shareef

Ref.................................... ٨٦/٩٢ Date....................................

محترم جناب مولانا نذیر الامین رضوی صاحب

سلام مسنون

آپ کی خدمات دینیہ سے فقیر قادری مطمئن ہے۔ الحمدللہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج واشاعت میں کوشاں ہیں اور اپنے بیانات اور تصنیفات کے ذریعہ احقاق حق وابطال باطل میں مصروف ہیں۔ دین کے لئے جو آپ کی مساعئ جمیلہ ہیں وہ سرمایۂ دارین ہیں۔ یہاں بھی ان ہی کی برکت سے رب العزت آپ کو عزت واقبال عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی وہی کام آئیں گی۔

فقیر قادری بارگاہ رب الانام میں دعا گو ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور اولیائے کرام سرکار غوث اعظم، امام احمد رضا، سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہم الرحمۃ والرضوان کی خدمات جلیلہ کے طفیل آپ کی خدمات کو قبول فرما کر دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ نیز آپ کو مزید توفیق خیر کی نعمت سے نوازے۔ آمین یارب العلمین بجاہ سید المرسلین علیہ افضل الصلوات والتسلیم۔

فقط دعا گو:

(فقیر قادری سبحان رضا سبحانی غفرلہ)

سجادہ نشین خانقاہ عالیہ رضویہ بریلی شریف یوپی (انڈیا)

۱۸/شوال المکرم ۱۴۳۳ھ/مطابق ۶/ستمبر ۲۰۱۲ء

Ph:. 2455624, 3293800, 2475683 (Off) Mob. 9359103539, 9719092786 Fax: 2474627 (0091-581)
E-mail : subhanimian@yahoo.co.in, alahazrat786@rediffmail.com. Website : www.ala-hazrat.org

নবীরায়ে আ'লা হযরত, শাহজাদায়ে রায়হানে মিল্লাত সাইয়্যেদী, সানাদী, মুরশিদী, হযরতুল হাজ্জ আল্লামা **মাওলানা মুহাম্মদ সুবহান রেযা খাঁন সুবহানী মিয়াঁ** ক্বাদ্দাসা সির্‌রাহু আযীয

সাজ্জাদানেশীনঃ দরগাহে আ'লা হযরত; নাজেমে আ'লাঃ জামেয়া রেজভীয়া মানজারে ইসলাম; মুতওয়াল্লীঃ রেযা মসজিদ, বেরেলী শরীফ, ইউ.পি, ভারত; প্রধান সম্পাদকঃ মাহনামায়ে আ'লা হযরত-এর

দোয়া ও অভিমত

স্নেহাশীষ হযরত মাওলানা নাজিরুল আমিন রেজভী সাহেব এর প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন

আপনার দ্বীনি খেদমতে ফকীর ক্বাদেরী অত্যন্ত আনন্দিত। আলহামদুলিল্লাহ! আপনি মসলকে আ'লা হযরতের ব্যাপক প্রচার-প্রসারে উদ্যমী, স্বীয় ওয়াজ-নসীহত এবং লেখা-লেখির মাধ্যমে সত্যের প্রকাশ ও বাতিলের খন্ডনে নিমগ্ন। দ্বীনের জন্য আপনার এ উত্তম প্রচেষ্টা, তা ইহ ও পরপারের মূলধন। এ ইহজগতেও এরই বরকতে রব্বুল ইজ্জত আপনাকে প্রভূত সম্মান ও সৌভাগ্যের অধিকারী করবেন এবং পরজগতেও তা কাজে আসবে।

ফক্বীর ক্বাদেরী বারগাহে রাব্বুল আনামে দোয়া করছি, যেন স্বীয় হাবীব পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার ছদকায় এবং আওলিয়ায়ে কেরাম, সরকার গাউছে আজম, ইমাম আহমদ রেযা, সাইয়্যেদী সরকার মুফতীয়ে আযম হিন্দ আলাইহিমুর রহমাহ ওয়ার রিদ্বওয়ানগণের মহান খেদমতের উসিলায় আপনার খেদমতকে কবুল করে উভয় জাহানে সফলতার মাধ্যম বানিয়ে দিন সাথে প্রভূত কল্যাণকর নেয়ামতে ধন্য করেন। আমিন! ইয়া রাব্বাল আলামিন! বিজাহি সায়্যিদীল মুরসালিন আলাইহি আফদ্বালুস্ সালাতি ওয়াত্ তাসলিম।

ফক্বীর ক্বাদেরী মুহাম্মদ সুবহান রেযা সুবহানী গুফিরালাহু
সাজ্জাদানেশীন, খানকায়ে আলীয়া রেজভীয়া
বেরেলী শরীফ, ভারত।
তারিখঃ ১৮ শাওয়াল, ১৪৩৩ হিজরী
৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২ইং, বৃহস্পতিবার

যে কারণে

الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - الصلوة و السلام على نبى الاولين و الاخرين و سيدنا و حبيبنا و شفيعنا و مولانا محمدن النور فى جميع الانار و الاسماء و الصفات و على اله و صحبه اجمعين -

اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم -

﴿ وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর পথে এভাবে জেহাদ কর, যেভাবে করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনিত করেছেন এবং তোমাদের উপর দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রকার সংকীর্ণতা (জটিলতা) রাখেননি।

-সূরা হাজ্জ, আয়াত-৭৮

উক্ত আয়াতাংশে ইসলাম ধর্মের বিধানবলী সহজ সরল হওয়ার উদ্দেশ্যে কাঠিন্যতা ও জটিলতা মুক্ত হওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

অনুরূপ আল্লাহ তা'য়ালা আরও বলেছেন,

﴿ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴾

অর্থাৎ, আর প্রত্যেক বস্তুর পূর্ণভান্ডার আমার নিকট রয়েছে, আমি তা প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ করে থাকি।

-সূরা হিজর, আয়াত-২১

উক্ত আয়াতেও এ কথাই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ধনভান্ডারে অনেক অজানা বস্তুই রয়েছে যা দ্বীন ও মানব কল্যাণে ধীরে ধীরে যুগের চাহিদা মোতাবেক অত্যাধুনিক নতুন বস্তু হিসেবে আবিষ্কার হবে, আর ধর্মের বিপরীত বা বিরোধী না হলে অবশ্যই তা গ্রহণযোগ্য ও উত্তম আবিষ্কার হিসেবে কৃতজ্ঞতার দাবীদার। আর বর্তমান মাইক বা লাউড স্পীকারও এ ধরণের একটি আবিষ্কার। আর এর প্রয়োগ যদি উত্তম কাজে হয়, তবে তা উত্তম আবিষ্কার।

ধর্মীয় পরিভাষায়, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগের পরে আবিষ্কার হয়েছে এর সবগুলিই বিদআত। কিন্তু সব বিদআতই হারাম নয়। বরং কিছু কিছু বিদআত বা নব আবিষ্কার মানব কল্যাণ ও ধর্মের সহায়ক হিসেবে উত্তম বিদআত হিসেবে বিবেচ্য। আর সাম্প্রতিককালে আজান ও নামাজে মাইক

বা লাউডস্পীকারের ব্যবহার নিয়ে অনেক বিতর্ক চলে আসছে এবং **ইতিপূর্বে নামাজ ও আযানে মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধতার উপর আমি একটি কিতাবও (ফতোয়ায়ে রাবিয়া ৪র্থ ও ৫ম খন্ড) লিখেছি এবং এতে মাইক ব্যবহারকারীদের উপর কঠোর ফতোয়া আরোপও করা হয়েছে। মাইক নিষিদ্ধতার উপর পূর্বের এ কিতাবটি আমি লিখেছিলাম পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা ছাড়াই শুধুমাত্র আমার পিতাজীর কথার উপর ভিত্তি করে এবং তিনি যে দলীলগুলো আমাকে বলেছেন তার খন্ডন বা প্রত্যুত্তর আছে কিনা তা না দেখেই।**

কিন্তু এখন এ বিষয়ে আমি ও আমার উলামা পরিষদ, দেশ-বিদেশের সমকালীন অন্যান্য উলামায়ে কেরাম, মসলকে আ'লা হযরত সহ আকাবীরে আহলুস্ সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী মুতাবর ফিকহের কিতাবাদীর আলোকে গবেষণা করে যা পেয়েছি তার সমন্বয়েই আমার প্রদত্ত পূর্বোক্ত ফতোয়া হতে প্রত্যাবর্তন করলাম। আর ফতোয়ায়ে রাবিয়ার এ সংস্করণটি (ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খন্ড) মূলত পূর্বের কিতাব ফতোয়ায়ে রাবিয়া ৪র্থ ও ৫ম খন্ডের খন্ডন ও প্রত্যুত্তর হিসেবেই প্রণিত হল।

আর প্রকৃত ধার্মিক সেই যার নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরে তা গ্রহণ করে নেয়। যেমনটি আ'লা হযরত (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) কিবলার সম্মানিত খলিফা ছদরুশ্ শরীয়া মুফতী আমজাদ আলী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহ অনেক সত্যপন্থী আকাবীরগণের মাঝেও পরিলক্ষীত হয়েছে। তিনি তাঁর বিখ্যাত ফতোয়ায়ে আমজাদিয়ার মধ্যে নামাজে মাইক বা লাউডস্পীকার ব্যবহার প্রসঙ্গে প্রথমে এক রকম ফতোয়া প্রদান করেছিলেন এবং পরে তা হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। অনুরূপ নিবরাস নামক কিতাবে এসেছে, মোল্লা আলী কারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিতা-মাতা কুফুরী অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন মর্মে প্রথমদিকে মত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনিও এর ভুল বুঝতে পেরে এ আক্বিদা থেকে তওবা করেন। আল্লাহ আমাদেরকে সত্য বুঝার তৌফিক দান করুক। আমিন।

উল্লেখ্য যে, الانسان مركب من الخطاء والنسيان অর্থাৎ মানুষ মাত্রই ভুল-ত্রুটির অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং বর্ণিত পুস্তকে কোন সুহৃদয়বান ব্যক্তির নজরে ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে বিশুদ্ধ প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (ত্রয়োদশ খন্ড); মাইকযোগে আযান

আযান দেয়া হয় মুসলিম মিল্লাতকে নামাজের প্রতি আহ্বান করার জন্য। যাতে রয়েছে অগণিত কল্যাণ, ছোয়াব ও বরকত। হাদীস শরীফে এর অনেক ফযীলতের কথা বর্ণিত রয়েছে। আর সে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতে বর্তমান বিজ্ঞান আবিস্কৃত মাইক বা লাউডস্পীকার ব্যবহার করা যাবে কিনা? এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে সংক্ষেপে আযান এর সংজ্ঞা কি? তথা আযান কাকে বলে? তা আমরা জেনে নেই।

اذان (আযান) এর আভিধানিক অর্থ

اَذَانٌ আরবী পরিভাষাটি فَعَالٌ এর ওজনে বাবে تفعيل এর একটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)। আর আরবি ব্যাকরণে باب تفعيل এর একটি বৈশিষ্ট্য (خاصية) হল مبالغة তথা আধিক্যের অর্থ প্রদান করা। সে অনুযায়ী اذان এর অর্থ হলো অতি উঁচু স্বরে আহ্বান করা। যেন চতুর্দিকে আযানের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র বাণী অনুযায়ী সকল জ্বিন-ইনসান, ফেরেশতা, তরুলতা বৃক্ষ প্রত্যেকেই তাঁর সাক্ষী হয়ে যায় সাথে মানুষ নামাজের প্রতি সাড়া দেয়।

পবিত্র কুরআন শরীফে শব্দটির ব্যবহার এসেছে এরূপ–

﴿وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى النَّاسِ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ হতে মানুষদের প্রতি ঘোষণা বা আহ্বান।

(সূরা তাওবা, আয়াত-৩)

আযান এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

❑ হিদায়া নামক প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের হাশিয়ায় রয়েছে–

هُوَ لُغَةً اِعْلَامٌ شَرْعًا اِعْلَامٌ دُخُوْلِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ عَلٰى وَجْهٍ مَّخْصُوْصٍ وَيُطْلَقُ عَلَى الْاَلْفَاظِ الْمَخْصُوْصَةِ-

অর্থাৎ, আযানের শাব্দিক অর্থ হলো- আহ্বান করা। আর শরয়ী পরিভাষায় নামাজের নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পন্থায় এবং নির্দিষ্ট কিছু শব্দাবলীর সমন্বয়ে আহ্বান করাকে আযান বলা হয়।

-হিদায়া মাআদ্ দিরায়া, ১ম খন্ড, পৃ: ৮৬

❑ অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَمَعْنَاهُ لُغَةً: اَلْاِعْلَامُ وَشَرِيْعَةً اِعْلَامُ مَخْصُوْصٍ

অর্থাৎ, এর আভিধানিক অর্থ হল পৌঁছে দেয়া। আর শরীয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট পন্থায় আহ্বান করা।

-শরহে তাহতাবী, পৃ:১৫৪

উল্লেখিত অর্থ ও সংজ্ঞার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করলে প্রমাণ হয় যে, আযান যত উঁচু স্বরে প্রদান করা সম্ভব হয় তত উঁচু স্বরে যেন দেয়া হয়। এজন্যই কানে শাহাদাত আংগুলদ্বয় প্রবেশ করানোর বিধান এসেছে। তবে সাধ্যাতিত কষ্ট করে উঁচু করা ঠিক নয়। অর্থাৎ, মুয়াজ্জিন এত উঁচু আওয়াজ করবে না যেন তাঁর খুব কষ্ট হয়। আল্লাহ পাক ফরমান–

﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে সাধ্যের বাহিরে কিছু চাপিয়ে দেন না।

-বাকারা, আয়াত-২৮৬

অনুরূপ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন–

اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ-

অর্থাৎ, নিশ্চয় ধর্ম সহজ।

-বুখারী শরীফ ১ম খন্ড, পৃ: ১০

অতএব, যদি আযানে মাইক ব্যবহার করা হয়, তবে অতি সহজেই এর ধ্বনি চতুর্দিকে পৌঁছে দেয়া যায় নির্বিঘ্নে।

আযানের আবিষ্কার

জ্ঞাতব্য যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাজের জন্য আযানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তীতে যখন মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল এবং

আল্লাহ তায়ালা ওহী করলেন–

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যখন জুমুআর দিনে নামাজের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে দৌড়াও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান।

-জুমআ, আয়াত-৯

আয়াতখানা অবতীর্ণ হলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন কিভাবে নামাজের জন্য আহ্বান তথা আযান দেয়া যায়। তখন সাহাবাগণ বিভিন্ন পরামর্শ দিলেন। যেমন, বুখারী শরীফের ১ম খন্ডের ৮৫ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ قَالَ ذُكِرُوْا النَّارُ وَ النَّاقُوْسُ فَذُكِرُوا الْيَهُوْدُ وَ النَّصَارٰى فَاُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ-

অর্থাৎ, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (তখন) আগুন প্রজ্জলনের এবং ঘন্টা বাজানোর পরামর্শ দেয়া হল- বলা হল যে, এগুলো ইহুদী-খ্রিষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। অতঃপর বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে পরামর্শ দেয়া হল আযানের।

-বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃ: ৮৫

এর পার্শ্বটীকায় এসেছে যে–

فَقَالُوْا لَوِ اتَّخَذْنَا نَاقُوْسًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ لِلنَّصَارٰى فَقَالُوْا لَوِ اتَّخَذْنَا بُوْقًا فَقَالَ ذَاكَ لِلْيَهُوْدِ فَقَالُوْا لَوْ رَفَعْنَا نَارًا فَقَالَ ذَاكَ لِلْمَجُوْسِ-

অর্থাৎ, তখন সাহাবাগণ বললেন আমরা নামাজের দিকে আহ্বানের জন্য ঘন্টা ব্যবহার করতে পারি। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উহা খৃষ্টানদের জন্য। আবার সাহাবাগণ বললেন, তবে আমরা শিংগা ব্যবহার করতে পারি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা ইহুদীদের জন্য। অতঃপর সাহাবীগণ আবার বললেন, আমরা আগুন প্রজ্জলিত করতে পারি। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, এটা

মজুসীদের জন্য।

-বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃ: ৮৫

অতঃপর আযান দেয়ার বিষয়ে সকলেই একমত হলেন এবং বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে বলা হল আযান দেয়ার জন্য এবং এভাবেই জুমুআর খুৎবার পূর্বের আযান এবং পাঞ্জেগানা নামাজের আযান হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে প্রদান করেন।

জ্ঞাতব্য যে, খৃষ্টানরা তাদের ধর্মের ইবাদতের অংশ হিসেবে গীর্জার প্রবেশদ্বারে ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখে এবং প্রবেশকারী তা বাজিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। ইহুদীরা শীংগায় ফুঁক দেয় তাদের ইবাদতের অংশ মনে করে এবং মজুসীরা অগ্নীকে দেবতাজ্ঞানে প্রজ্জলিত করে। এজন্যই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলো থেকে নিষেধ করেছেন।

কিন্তু মাইক না মসজিদের দরজায় টানানো হয় ঘন্টা হিসেবে। আর না শিংগার ন্যায় বাজানো হয় মুখে নিয়ে আর না দেবতা বা খোদা জ্ঞানে মাইকের পূজা বা ইবাদত করা হয়। বিদ্যুতের আবিষ্কার তো পানি থেকেও হয় এবং গ্যাস নামক বায়বীয় পদার্থ থেকেও।

সুতরাং এর দ্বারা ঐ সকল অজ্ঞালোকদের প্রলাপের প্রতিউত্তর হয়ে গেল যারা বলে যে, মাইক ঘন্টা, শিংগা বা আগুনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তারা কি এমন কোন মুসলিম ব্যক্তি দেখাতে পারবে যারা মাইককে ইবাদতের অংশ কিংবা খোদা মনে করে? কখনো নয়?

স্মর্তব্য যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদেরকে মহররমের ১০ তারিখে রোযা রাখতে দেখে সাহাবাগণকেও উৎসাহিত করলেন তোমরাও এদিনে রোযা রাখবে, তবে এর আগে অথবা পরের দিনও একটি রাখবে, যেন তাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়ে যায়। এখানে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রাখতে নিষেধ করেননি শুধুমাত্র সাদৃশ্য অবলম্বন থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

জুমুআর দিনে বর্তমান প্রথম আযান

আবু দাউদ শরীফের ১ম খন্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় একটি হাদীস রয়েছে আযান সম্বন্ধে। যেমন–

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ قَالَ كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ وَ اَبِىْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ -

অর্থাৎ, হযরত সায়েব বিন ইয়াযিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমার দিন যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে বসতেন তখন তাঁর সামনে মসজিদের দরজায় আযান দেয়া হত। অনুরূপ আবু বকর ও উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা'র খেলাফত আমলেও প্রচলন ছিল।

বুখারী শরীফের ১ম খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা এবং আবু দাউদ শরীফে ১ম খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠায় আরও একটি হাদীস রয়েছে–

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوَّلُهٗ اِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَبِىْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانَ وَ كَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ الزَّوْرَاءُ مَوْضَعٌ بِالسُّوْقِ بِالْمَدِيْنَةِ -

অর্থাৎ, হযরত সায়েব বিন ইয়াযিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর ও উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এর পবিত্র যমানায় জুমুআর দিনে ইমাম যখন মিম্বরে বসতেন তখন শুধু মাত্র একটি আযানই হত (খুতবার আযান নামে যেটি পরিচিত)। অতঃপর যখন উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর খেলাফত সময় আসল এবং লোক বৃদ্ধি পেল তখন তিনি তৃতীয় আরেকটি আযান (অর্থাৎ, বর্তমান জুমুআর প্রথম আযান) জাওরা নামক স্থানে বৃদ্ধি করলেন। আবু আব্দুল্লাহ বলেন, জাওরা ছিল মদীনার একটি বাজারের স্থান।

উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ের আলোকে বুঝা গেল যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং প্রথম দুই খলিফা হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এর সময়ে জুমআর আযান হত শুধুমাত্র একটি এবং তা দরজায়। পরবর্তীতে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং প্রয়োজন হয়ে পড়ল চতুর্দিকে আযানের ধ্বনি পৌঁছানোর, তখন তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর খিলাফত সময়ে জুমআর দিন আরো একটি আযান বৃদ্ধি করা হল জাওরা নামক বাজারে। কিন্তু তিনি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত প্রথম আযানটির (অর্থাৎ যেটি খুৎবার আযান নামে পরিচিত) কোন পরিবর্তন করেননি। এতে প্রমাণিত হলো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত মূল সুন্নতকে

পরিবর্তন করা জায়েয নেই এবং করা জায়েয নেই এবং এও প্রমাণিত হলো যে, মূল সুন্নতকে অক্ষুণ্ন রেখে যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন কিছু বৃদ্ধি করা বৈধ বরং তা হযরত উসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এরই সুন্নাত।

অতএব, মূল সুন্নাতে নববীর পরিবর্তন না ঘটিয়ে এতে মাইক কিংবা লাউড স্পীকার সংযোজন করাও হারাম হইতে পারে না বরং তা যুগের চাহিদা অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সম্পূর্ণ বৈধ।

আযানে জওক বা একাধিক মুয়াজ্জিনের সমস্বরে আযান

এভাবে ক্রমান্বয়ে যখন ইসলামের বিজয় রবি দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল, মুসলমানদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে অবস্থা এমন হল যে চতুর্দিকে আযানের ধ্বনি পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী যুগে প্রচলন হয়ে গেল একাধিক মুয়াজ্জিনের সমন্বয়ে আযান প্রদান। আর এরও আবিষ্কার বা সংযোজন এজন্যই যেন আযানের ধ্বনি চতুর্দিকে নির্বিঘ্নে পৌঁছে যায়। যেমন, ফাতাওয়ায়ে শামীর ১ম খন্ডের ২৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত যে,

وَ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُوْنَ الْاَذَانَ الْاَوَّلَ تَرَكَ النَّاسُ الْبَيْعَ ذَكَرَ الْمُؤَذِّنِيْنَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ اِخْرَاجًا لِّلْكَلَامِ مَخْرَجَ الْعَادَةِ فَاِنَّ الْمُتَوَارِثَ فِيْهِ اِجْتِمَاعُهُمْ لِتَبْلِيْغِ اَصْوَاتِهِمْ اِلٰى اَطْرَافِ الْمِصْرِ الْجَامِعِ فَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلٰى اَنَّهٗ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ لِاَنَّ الْمُتَوَارِثَ لَا يَكُوْنُ مَكْرُوْهًا وَّ كَذَالِكَ نَقُوْلُ فِى الْاَذَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيْبِ فَيَكُوْنُ بِدْعَةً حَسَنَةً اِذْ مَا رَاٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ حَسَنًا فَهُوَ حَسَنٌ اه ملخصا اَقُوْلُ وَ قَدْ ذَكَرَ سَيِّدِىْ عَبْدُ الْغَنِىِّ الْمَسْئَلَةَ كَذَالِكَ اُخِذَ مِنْ كَلَامِ النِّهَايَةِ الْمَذْكُوْرِ ثُمَّ قَالَ وَ لَا خُصُوْصِيَّةَ لِلْجُمُعَةِ اِذِ الْفُرُوْضُ الْخَمْسَةُ تُحْتَاجُ لِلْاِعْلَامِ-

অর্থাৎ, যখন মুয়াজ্জিনগণ প্রথম আযান দিবে, তখন লোকজন বেচা-কেনা বর্জন করবে। এখানে مُؤَذِّنُوْنَ বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বাক্য গঠনরীতির বৈশিষ্টের জন্য। অতঃপর নিশ্চয় দুইয়ের অধিক মুয়াজ্জিন একত্রিত হওয়ার প্রচলন এজন্যই হয়েছে যেন আযানের আওয়াজ এলাকার প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যায়। সুতরাং এর দ্বারা এই সাব্যস্ত হলো যে, তা মাকরূহ নয়। কেননা তাওয়ারুছ (যুগের চাহিদার আলোকে নব প্রচলন) মাকরূহ হয় না।

অনুরূপ আমরা ইমামের সামনের (দরজার) আযানের ক্ষেত্রেও (দুইয়ের অধিক মুয়াজ্জিন আযান দেওয়ার ব্যাপারে) বলি যে, এটা বিদআতে হাসানাহ (উত্তম নব আবিষ্কার)। মুমিনগণ যা ভাল মনে করেন তাই ভাল। আমি বলি (আল্লামা শামী) আল্লামা আব্দুল গণী এ মাসআলায় নেহায়া কিতাবের বরাতেও অনুরূপ বলেছেন। অতঃপর (আরও) বলেছেন, এটা শুধু জুমআর আযানের জন্যই নির্দিষ্ট নয় বরং পাঞ্জেগানা নামাজের আযানের জন্যও অধিক সংখ্যক মুয়াজ্জিন নিযুক্ত হতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় আযানের বিষয়ে কয়েকটি ধাপ আমরা দেখতে পেলাম। যথা–

❍**প্রথমত,** হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও প্রথম দুই খলিফার যুগে একজন মুয়াজ্জিন কর্তৃক জুমার বর্তমান ছানী আযান দরজায় এবং পাঞ্জেগানা আযান বাহিরে প্রদান হত।

❍**দ্বিতীয়ত,** মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে হযরত উসমান গণী এর খিলাফত আমলে জুমআর নামাজে বর্তমান প্রথম আযানটি জাওরা নামক বাজারে বৃদ্ধি করা হয়।

❍**তৃতীয়ত,** এরও আরো অনেক পরে লোকজনের সংখ্যাধিক্যের কারণে চতুর্দিকে আওয়াজ পৌঁছানোর জন্য দুইয়ের অধিক মুয়াজ্জিন নির্ধারণ করা হয়, এমনকি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রমাণিত দরজার একজনের আযানেও বৃদ্ধি করা হয়।

আযানের এ তিনটি ধাপের বিশ্লেষণে একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিশেষ প্রয়োজনে, যুগের চাহিদার আলোকে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের জন্য যেমন, একটি আযান বৃদ্ধি, মুয়াজ্জিন বৃদ্ধি, এমনকি তা স্বয়ং জুমআর বর্তমান দ্বিতীয় আযানের ক্ষেত্রেও আযানের ধ্বনিকে দুরে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে দুইয়ের অধিক মুয়াজ্জিনের প্রচলন হয়। ঠিক তেমনি বর্তমান যুগের চাহিদার আলোকে মূল সুন্নাতে নববী তথা দরজা ও বাহিরের আযানকে অক্ষুণ্ন রেখে আযানের ধ্বনিকে দুরে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কেন মাইক বা লাউডস্পীকার ব্যবহার বৈধ হবে না? আর মসজিদের ভিতরে আযান দেয়া তো ফকীহগণ নিষেধ করেছেন এতে মাইক থাকলেও নিষেধ না থাকলেও নিষেধ।

আযানে মাইক ব্যবহার করা বৈধ

কাওয়ায়েদুল ফিক্হ নামক কিতাবের ৮৯ পৃষ্ঠায় ফিকহের একটি মূলনীতি রয়েছে যে,

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ-

অর্থাৎ, বিশেষ প্রয়োন অনেক নিষিদ্ধ বিষয়কেও বৈধ করে দেয়।

এ মূলনীতির আলোকে প্রয়োজনে নাজায়েযকেও কখনো কখনো বৈধ করা হয়। আর মাইক তো মূলতই বৈধ। একে নাজায়েয বা হারাম সাব্যস্ত করা বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। কেননা, কাওয়ায়েদুল ফিকহের ৫৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে–

اَلْاَصْلُ فِى الْاَشْيَاءِ الْاِبَاحَةُ-

অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুই মূলতঃ বৈধ। হারাম হওয়ার স্পষ্ট কোন কারণ বা প্রমাণ না থাকলে তাই বৈধ। এখন আযানে মাইক ব্যবহার হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট কোন নির্ভরযোগ্য ইবারত কি আছে? কখনোই নয়। তবে কেন তা হারাম হবে?

এখন প্রশ্ন হতে পারে, মাইক যেহেতু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে ছিল না পরে আবিষ্কার হয়েছে কাজেই তা বিদআত।

আর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ -

অর্থাৎ, সমস্ত বিদআতই গোমরাহী। অতএব, ইবাদতে মাইক ব্যবহার করাও গোমরাহী, যা না জায়েয, হারাম।

এর উত্তরে সর্বপ্রথমে বলব, বিদআতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মিরকাত শরহে মিশকাতের ১ম খন্ডের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে-

وَفِى الشَّرْعِ اِحْدَاثٌ مَا لَمْ يَكُنْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থাৎ, শরীয়তে বিদআত হল- ঐ সকল নতুন কাজের সূচনা করা, যা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছিল না। এতে বুঝা যায় যে, জুমআর দিনের প্রথম যে আযানটি বর্তমানে দেয়া হয় তাও বিদআত, পূর্ববর্তী

মুসলমানগণের দ্বারা প্রচলিত আযানে জওক তাও বিদআত। কেননা এগুলোও নবীজীর যুগে ছিল না, পরবর্তী যুগের আবিষ্কার। সুতরাং বুঝা গেল প্রত্যেক বিদআতই হারাম নয়। বরং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ফরমান–

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أُجْرُهَا وَأُجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا -

অর্থাৎ, যে ইসলামে উত্তম কিছু প্রবর্তন করল তার প্রতিদান (ছোয়াব) রয়েছে এবং তার এ প্রবর্তনের উপর যারা আমল করল তাদের থেকেও ছোয়াব পাবে।

-মিশকাত, পৃ: ৩৩, মিরকাত, ১ম খন্ড, পৃ: ৩৩

তদুপরি মিরকাত শরীফের ১ম খন্ডের ৩৩৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, এমন বিদআতও রয়েছে যা পালন করা ওয়াজিব। যেমন, কোরআন শরীফের যের, যবর দেয়া প্রভৃতি।

এখানে كُلُّ بِدْعَةٍ এর অর্থ হল– كُلُّ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ ضَلَالَةٌ

অর্থাৎ, সমস্ত মন্দ বিদআতই গোমরাহী। (মিরকাত, ১ম খন্ড, পৃ: ৩৩৭)

সুতরাং ঢালাওভাবে সকল বিদআতকে গোমরাহী বলা যাবে না এবং এ দিক থেকে মাইকও বিদআত হওয়ার কোন কারণ নেই।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, মাইকের দ্বারা তো আযানে যওকের প্রচলন বিলোপ্ত হয়ে যায়? কাজেই তা কেন বিদআতে সাইয়্যেয়াহ হবে না? এর উত্তরে বলা হবে যে, বিদআতে সাইয়্যেয়াহকে প্রথমত: দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) বিদআতে হারাম

(২) বিদআতে মাকরূহ।

-মিরকাত, ১ম খন্ড, পৃ: ৩৩৭

*এমন নতুন কাজকে বিদআতে হারাম বলা হয়, যার দ্বারা ওয়াজিব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

*আর বিদআতে মাকরূহকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক) বিদআতে মাকরূহে তাহরিমী,

খ) বিদআতে মাকরূহে তানযীহী।

*মাকরূহে তাহরীমী হল, যদি এর দ্বারা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা রহিত হয়ে যায়।

*আর তানযীহী হল, যার দ্বারা সুন্নতে যায়েদা রহিত হয়ে যায়।

-জাআল হক, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২০

আর আযানে জওক না ওয়াজিব, না সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আর না সুন্নাতে যায়েদা। বরং সাধারণ মুমিনদের প্রচলন হিসেবে উত্তম বা মুস্তাহসান মাত্র। ওদিকে মাইক ব্যবহার করাও মুসলমানদের প্রচলন।

অতএব, এর দ্বারা মাইক ব্যবহার করা বিদআতে সাইয়্যেয়াহ বা হারাম হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। হাদীস শরীফে এসেছে–

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ-

অর্থাৎ, মুসলিমগণ যা ভাল মনে করে আল্লাহর নিকটও তা ভাল। (আহমদ, বাযযার, তাবারানী, শামী, ১ম খন্ড, ২৮৭ পৃ, কাওয়ায়েদুল ফিকহ, পৃ: ১১৫)

বরং কাওয়ায়েদুল ফিক্হ নামক কিতাবের ১১৩ পৃষ্ঠায় ফতোয়া দানের মূলনীতি হিসেবে একটি উসূল বলা হয়েছে যে–

لَا يُنْكِرُ تُغَيُّرَ الْاَحْكَامِ بِتُغَيُّرِ الْاَزْمَانِ-

অর্থাৎ, যুগের পরিবর্তনের কারণে আহকামের পরিবর্তনে কোন দোষ নেই। যেমন, পূর্বে মসজিদে তালা ঝুলানো নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে মসজিদের আসবাবপত্র চুরি যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য তালা ঝুলানো বৈধ। অনুরূপ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে মহিলাগণ মসজিদে জামাতে নামাজ পড়তেন কিন্তু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা হারাম করে দিয়েছেন।

কাজেই বর্তমান সময়ের আলোকে এবং উল্লেখিত মূলনীতি সমূহের ভিত্তিতে মাইক দ্বারা অযান দেয়া হারাম বলাটা নিতান্তই ভুল।

প্রসিদ্ধ নূরুল আনোয়ার নামক গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে,

تَعَامُلُ النَّاسِ مُلْحِقٌ بِالْاِجْمَاعِ-

অর্থাৎ, কোন বিষয়ে (যদি তা স্পষ্ট নস দ্বারা প্রমানিত সুন্নাতের বিপরীত না

হয়) লোকজনের আমল করাটাই, তা ইজমা বলে সাব্যস্ত হবে।

অনুরূপ কাওয়ায়েদুল ফিকহের ৫৭ পৃষ্ঠায়ও রয়েছে যে,

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يُّجِبُ الْعَمَلُ بِهَا -

অর্থাৎ, কোন বিষয়ে লোকজনের আমল করাই তা জায়েয হওয়ার দলীল, এর উপর আমল করা আবশ্যক।

যেখানে যুগের সমস্ত উলামা আহলে সুন্নাহ এর উপর আমল করে যাচ্ছেন। আর সমসাময়িক উলামাগণের ঐক্যমত অগ্রগণ্য যদিও তারা মুজতাহিদ না হন। যেমন- ফাওয়াতি হুর রুহমুত শরহে মুসাল্লামুছ ছবুত নামক উসূলে ফিকহের কিতাব রয়েছে যে–

(اِنَّ اِتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِيْنَ عَلٰى مُرِ الْاَعْصَارِ) وَ اِنْ كَانُوْا غَيْرُ مُجْتَهِدِيْنَ (حُجَّةٌ كَالْاِجْمَاعِ) -

অর্থাৎ, কোন বিষয়ে যুগের মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামগণের ঐক্যমত তা ইজমার ন্যায় গ্রহণযোগ্য হওয়ায় দলীল, যদিও তারা মুজতাহিদ না হন।

-ফাওয়াতিহুর রুহমুত, ২য় খন্ড, পৃ: ৪৩৬

কেননা, হাদীস শরীফে এসেছে–

وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِتَّبَعُوْا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهٗ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِى النَّارِ -

অর্থাৎ, হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– তোমরা বড়দলের (আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের) অনুসরণ কর। কেননা যে এ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হল, সে দোযখেই নিক্ষিপ্ত হল।

-মিশকাত, পৃ: ৩১

এবং অন্য একটি হাদীসে এসেছে যে,

وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ اُمَّتِىْ اَوْ قَالَ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلٰى ضَلَالَةٍ وَّ يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِى النَّارِ - رواه الترمذى -

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে

বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদীকে গোমরাহী'র উপর একমত করবেন না। আর এ ঐক্যমত পোষন কারীদের উপর রয়েছে আল্লাহর রহমত। সুতরাং যারা এদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হল।

-মিশকাত, পৃ: ৩০

অতএব, নিঃসন্দেহে মাইক দ্বারা আযান দেয়া বৈধ এবং যা বড় দল তথা আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকল উলামাগণের আমল।

আকাবেরে আহ্লে সুন্নাহ'র ফতোয়া

পূর্বোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মাইক দ্বারা আযান দেয়া নিঃসন্দেহে জায়েয। এখন এর স্বপক্ষে উলামায়ে আহলে সুন্নাহর ফতোয়া হতে নিম্নে উপস্থাপন করা হল–

❑ আল্লামা হাশমত আলী রেজভী ক্বাদেরী সাহেব আল কাওলুল আযহার নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, শাহ ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর সুযোগ্য সাহেবজাদা মুফতীয়ে আযম হিন্দ, সুন্নী, বেরেলী তথা রেজভী উলামাগনের সেরতাজ আল্লামা মোস্তফা রেযাখাঁন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন–

اذان و اقامت و خطبہ کے و قت اس کے استعمال میں یہ حرج نہیں جو نماز میں ہے.

অর্থাৎ, আযান, ইক্বামাত এবং খুৎবার সময় এর (মাইক, লাউডস্পীকারের) ব্যবহারে এ সমস্যা নেই যা নামাজে রয়েছে।

-আল কাউলুল আযহার, পৃ: ১

❑ উমদাতুল মুহাক্কিকীন আল্লামা হাবীবুল্লাহ নাঈমী সাহেবকৃত বিখ্যাত হাবীবুল ফাতাওয়া নামক গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৩৮৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে–

اذان و خطبہ میں لاؤڈاسپیکر کا استعمال صحیح و جائز ہے.

অর্থাৎ, আযান এবং খুৎবায় লাউড স্পীকার ব্যবহার করা সহীহ এবং জায়েয।

❑ দরগাহে আলা হযরত বেরলী শরীফের মুখপাত্র ফাতাওয়ায়ে বেরেলীতে ফতোয়া দেয়া হয়েছে যে–

اذان، تقریر، خطبہ اور پیری مریدی کے وقت اس کا استعمال بلا کراہت جائز ہے

অর্থাৎ, আযান, তাকরীর (ওয়াজ), খুৎবাহ এবং পীরী-মুরীদীর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার নিঃসন্দেহে কোন আপত্তি ছাড়াই জায়েয।

আরও বলা হয়েছে যে,

نماز میں لاؤڈاسپیکر کا استعمال نا جائز ہونا بایں معنی نہیں کہ خلاف سنت ہے

অর্থাৎ, নামাজে লাউডস্পীকার এর ব্যবহার না জায়েয হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তা খেলাফে সুন্নাত।

-ফাতাওয়ায়ে বেরেলী, পৃ: ৩৫১

উল্লেখিত সকল আলোচনার দ্বারা চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় প্রকাশ হয়ে গেল যে, মাইক বা লাউডস্পীকার দ্বারা আযান দেয়া সম্পূর্ণ জায়েয এবং মুস্তাহসান। আর এতে বিরুদ্ধাচরণ করা বাড়াবাড়ি ও অজ্ঞতারই নামান্তর।

واللہ ورسولہ اعلم بالصواب

ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (চতুর্দশ খন্ড); মাইকযোগে নামাজ

নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত

মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন–

﴿اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় করা মুমিনদের উপর ফরজ করা হয়েছে।

-সূরা নিসা, আয়াত-১০৩

আর এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মহান রবের পক্ষ হতে মিরাজ রজনীতে স্বীয় প্রিয়তম হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বিশেষ তুহফা হিসেবে দান করা হয়েছে এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন–

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ-

অর্থাৎ, নামাজ মুমিনদের জন্য মিরাজ স্বরূপ।

যে নামাজ মুমিনদের জন্য আল্লাহর দীদার লাভের মাধ্যম, সেই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে কেমন একাগ্রতা, বিনয় ও আচরণ প্রয়োজন তা বর্ণনা করতে গিয়ে সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ-

অর্থাৎ, যখন তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, এমতাবস্থায় যেন আল্লাহকে দেখছ। আর যদি আল্লাহকে না দেখ তাহলে (কমপক্ষে এটা মনে কর) আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। (মিশকাত, পৃ: ১১)

অতএব, পূর্ণ একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করতে হবে। আর এর পদ্ধতি বা নিয়মনীতি শিক্ষা দিতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ (بخارى)-

অর্থাৎ, তোমরা নামাজ এমনভাবে পড়, যেমনটি আমাকে পড়তে দেখেছ।
-বুখারী, ১ম খন্ড; মিশকাত, পৃ: ৬৬

অর্থাৎ, নবীজী যেমনি নামাজ শিক্ষা দিয়েছেন তোমরাও ঠিক তদ্রূপই নামাজ আদায় কর। নিয়ত, তাকবীরে তাহরীমা, কিয়াম, কুউদ, রুকু, সিজদা, কিরাত, তাসবীহ এগুলো নবীজী যেমন শিক্ষা দিয়েছেন তেমনই আদায় করতে হবে। নামাজের ফরজ, ওয়াজিব সুন্নাত প্রভৃতি আহকামে নবী'র অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। নবীজী যেদিকে কিবলা করেছেন সেদিকেই কিবলা বানাও।

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, নবীজী নিজের জন্য ৬ ওয়াক্ত নামাজ (তাহাজ্জুদসহ) ফরজ করে নিয়েছেন, আমাদের জন্যও ৬ ওয়াক্ত ফরজ। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানা ছাড়াই অনেক সময় নামাজ পড়েছেন। হাদীস শরীফে এসেছে যে, এতে তাঁর নূরানী ললাটে বালু-কাঁদার চিহ্ন লেগে যেত এ কারণে উম্মতের জন্য জায়নামাজ বা বিছানা হারাম নয়। নবীজীর সময়ে বর্তমানের অত্যাধুনিক এ.সি সংযুক্ত মসজিদ ছিল না। এর অর্থ এ নয় যে, তা উম্মতের জন্য হারাম। সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থ সমূহে মিম্বারের আলোচনায় এসেছে যে, নবীজী কখনও মিম্বরের উপরও নামাজ পড়েছেন, আবার সেজদার সময় নেমে গিয়েছেন। এর অর্থও এ নয় যে, উম্মতও তাই করবে। বরং এ হাদীসের অর্থ এ যে, নামাজের রুকু, সেজদা, কিয়াম-রুকু, তাকবীরে তাহরীমা-কিরাত প্রভৃতি বিধানাবলীতে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিখানো পদ্ধতিতেই আদায় করতে হবে এবং সাথে কেউ তা দাবী করতে পারবে না যে আমরা বাতেনী নামাজ পড়েছি, আমাদের শরীয়তের নামাজ লাগবে না, অথচ বাহ্যিক সকল কার্যাবলী সমাজে থেকেই সম্পাদন করছে।

এ গুরুত্বপূর্ণ নামাজে মাইক বা লাউডস্পীকার ব্যবহার করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামগণের উক্তি সমূহ থেকে নিম্নে আলোকপাত করা হল।

নামাজে মাইক ব্যবহার প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরামের উক্তি

(১) আল্লাহ পাক ফরমান–

﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا﴾

অর্থাৎ, আপনার সালাতকে (বা সালাতে কিরাতকে) বেশি উঁচু করবেন না এবং খুব নিচুও করবেন না। বরং উভয় অবস্থার মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন।
-সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-১১০

এ আয়াত প্রসঙ্গে মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাফসীরে নূরুল ইরফানের ৪৬৭ পৃষ্ঠায় বলেন–

لہذا لاؤڈا سپیکر پر نماز پڑھائی منع ہے

অর্থাৎ, এই জন্য লাউড স্পীকারে নামাজ পড়ানো নিষেধ।

(২) আল্লাহপাক ইরশাদ করেন–

﴿وَاِذَا قُرِءَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾

অর্থাৎ, এবং যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা তা চুপ থেকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ হয়।

-সূরা আরাফ, আয়াত-২০৪

এ প্রসঙ্গে তাফসীরে নঈমীতে বলা হয়েছে যে–

لہذا لاؤڈا سپیکر پر تراویح شبینہ و غیرہ ہر گز نہیں پڑھنا چاہئے کہ لوگ بے خوابی کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں اور بہت سے لاؤڈا سپیکرون کی آواز ٹکراکر بہت ہی بری صورت پیداکرتی ہے نیز لاؤڈ اسپیکر پر سجدہ کی آیت سارے شھروالے سنتے ہیں مگر سجدۂ تلاوت نہیں کرتے اس ترک فرض و بال کتنا سخت ہے سوچ لو

অর্থাৎ, এজন্য লাউডস্পীকারে তারাবীহ, শবীনা ইত্যাদি কখনোই পড়া না চাই। যেন লোকজন না ঘুমাইবার কারণে অসুস্থ হয়ে না পড়ে। আর অনেকগুলি লাউডস্পীকারের কারণে আওয়াজ বিকৃত হয়ে খারাপ রূপ ধারণ করে। এমনকি লাউডস্পীকারে সাড়া শহরবাসী সিজদার আয়াত শুনে অথচ সেজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করে না। এ ফরজ তরকের পরিণাম কেমন শক্ত তা চিন্তা করে নিন।

-তফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, পৃ: ৪৩০

(৩) আল্লামা হাবীবুল্লাহ নঈমী সাহেব দামাত বারাকাতুহুল কুদসিয়্যাহ তাঁর অনন্য ফতোয়া গ্রন্থ হাবীবুল ফাতাওয়া এর প্রথম খন্ডের ৩৮৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

مبلغین و مکبرین کا مقرر کرنا سنت متوارثہ ہے اور لاؤڈا سپیکر کے استعمال کرنے کی صورت میں اس سنت متوارثہ کا ارتفاع لا زم آتا ہے اور جس فعل سے کسی سنت کا ارتفاع لازم آتا ہو وہ فعل مکروہ اور بدعت سیئہ ہے

অর্থাৎ, প্রচারকারী বা মুকাববির নির্দিষ্ট করা সুন্নাতে মুতাওয়ারেছা। আর (নামাজে) লাউডস্পীকারের ব্যবহারের দরুন এ সুন্নাতে মুতাওয়ারেছা বাদ দেয়া আবশ্যক হয়ে পরে। আর যে কাজের দ্বারা কোন সুন্নত বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়, তা মাকরূহ এবং বিদআতে সাইয়্যেয়াহ।

অনুরূপ বক্তব্য মুফতী আহমাদ ইয়ারখাঁন নঈমী সাহেব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও জাআল হক নামক কিতাবের ১ম খন্ডের বিদআত শীর্ষক আলোচনায় দিয়েছেন।

(৪) আল কাউলুল আযহার নামক রিসালায় আল্লামা হাশমত আলী খাঁন কাদেরী সাহেব (قدس سره) মুফতীয়ে আযম হিন্দ আল্লামা মুস্তফা রেযা খাঁন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর একটি ফতোয়া বর্ণনা করেন। যথা- মুফতীয়ে আযম হিন্দকে প্রশ্ন করা হল যে, (১) লাউডস্পীকার থেকে যে আওয়াজ বের হয় তা বক্তার মূল আওয়াজ কিনা? (২) লাউডস্পীকারে নামাজ পড়লে ইমাম এবং মুক্তাদীর নামাজ হবে কিনা? যদি না হয় তবে কোন ভিত্তির উপর? (৩) নামাজে লাউডস্পীকার ব্যবহার করা যাবে কিনা? যদি না হয় তবে কোন ভিত্তির উপর? উত্তরে তিনি বলেন–

(۱) نہیں (۲) امام کی نہ ہوگی جب کہ ما ئیکر و فون میں وہ آواز پہنچاتا ہو جب امام کی نہ ہوگی تو مقتدیوں کی نہ ہوگی اور اگر آواز امام ڈالتانہ ہو وہ ایسا آلہ ہوکہ خود آواز کولے لیتاہو تو دورکے مقتدی جن تک آواز امام نہیں پھنچتی وہ اس آلہ کی اواز پر انتقالات کر تے ہوں ان کی نہ ہوگی (۳) لاؤڈاسپیکر کا استعمال نماز میں درست نہیں کہ ایک صورت میں امام اور مقتدی سب کی نماز کا مفسد ہوگا اور ایک صورت میں بعض مقتدیوں کی

অর্থাৎ, (১) লাউড স্পীকার থেকে যে আওয়াজ শুনা যায় তা বক্তার মূল আওয়াজ নয় (২) ইমাম যদি মাইক্রোফোনে নিজের আওয়াজ পৌঁছে দেয় তবে এ অবস্থায় ইমামের নামাজ হবে না। আর যখন ইমামের নামাজ হবে না তবে মুক্তাদীরও হবে না। যদি মাইক্রোফোন এমন হয় যে, নিজেই ইমামের আওয়াজ নিয়ে নেয়, তবে শুধু ঐ সকল মুক্তাদীর নামাজ হবে, যাদের নিকট ইমামের মূল আওয়াজ পৌঁছে এবং তারা যাদের নিকট ইমামের মূল আওয়াজ পৌঁছেনি বরং শুধু লাউডস্পীকারের আওয়াজে রুকু-সিজদা প্রভৃতি করেছে তাদের নামাজ শুদ্ধ

হবে না। (৩) (নামাজে) লাউড স্পীকার ব্যবহার করা দুরস্ত নয়। এজন্য যে, এতে এক হিসেবে ইমাম এবং মুক্তাদী সকলের নামাজই ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর এক হিসেবে কিছু মুক্তাদীর নামাজ ভঙ্গ হবে।

(৫) ফকীহে মিল্লাত মুফতী জালাল উদ্দীন আহমাদ আমজাদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ফাতাওয়ায়ে ফয়জুর রাসূল নামক গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৩৬৬ ও ৩৬৭ পৃষ্ঠায় বলেন–

امام ابن ہمام علیہ الرحمہ و الرضوان تحریر فرماتے ہیں فی الخلاصۃ ان سمعھا من الصدا لا تجب (فتح القدیر جلد اول ص ۴۶۸) اور تنویر الابصار و در مختار مع شامی جلد اول ص ۵۱۷ میں ہے لا تجب بسماعہ من الصدی مراقی الفلاح مع طحطاوی ص ۲۶۴ میں ہے لا تجب بسماعہ من المصدی وھو ما یجیبک مثل صوتک فی الجبال والصحاری ونحوھا اس تغایر حکم سے صاف ظاہر ہوا کہ صدا کا حکم جدا گانہ ہے اور جب سجدۂ تلاوت کے وجوب میں صدا کا اعتبار نہیں تو حکما صدا نفس آواز متکلم سے الگ ہے اور جب سجدۂ تلاوت میں صدا نفس آواز متکلم سے جدا ٹھہری تو نماز کی سجدہ کے لئے صدا کو شرعا بعینہ آواز متکلم مان لینا صحیح نہیں یعنی جب سجدۂ تلاوت میں صدا نفس آواز متکلم سے جدا اور خارج ہے تو اس میں بھی خارج قرار پائے گی اور جب صدا خارج قرار پائی تو حالت نماز میں اس سے تلقن جائز نہیں خواہ وہ لاؤڈ اسپیکر کی صدا ہو یا صحرا وغیرہ کی اس لئے کہ خارج سے تلقن مفسد نماز ہے جیسا کہ رد المحتار جلد اول مطبوعۂ دیوبند ص ۴۱۸ فتاوی عالمگیری جلد اول مطبوعۂ مصر ص ۹۳ عنایہ شرح ہدایہ مع فتح القدیر جلد اول ص ۳۵۱ شرح النقایہ جلد اول ص ۹۲ اور فتاویٰ رضویہ جلد سوم ص ۴۱۲ پر مذکور ہے

অর্থাৎ, ইমাম ইবনু হুমাম আলাইহির রহমাতু ওয়ার রিদ্বওয়ান খুলাসা কিতাবে বলেন– যদি কেউ সিজদায়ে তিলাওয়াতে প্রতিধ্বনি শুনে, তবে তার জন্য সিজদা ওয়াজিব হবে না (ফতহুল কাদীর, ১ম খন্ড, পৃ: ৪৬৮)। অনুরূপ, তানবীরুল আবছার এবং ফতোয়ায়ে শামীর ১ম খন্ডের ৫১৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে "প্রতিধ্বনি শুনে তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হবে না।" তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ এর ২৬৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে কোন প্রতিধ্বনি শুনে তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হবে না। আর প্রতিধ্বনি হল তোমার নিজের মতই আরেকটি

ধ্বনি শুনা। যেমনটি পাহাড় বা মরুভূমি বা অনুরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়। এ সকল বিভিন্ন ইবারত দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রতিধ্বনির হুকুম মূল আওয়াজের হুকুম থেকে ভিন্ন। আর যখন তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হওয়ার মাঝে প্রতিধ্বনি গ্রহণযোগ্য নয়, তখন হুকুমগত দিক থেকে প্রতিধ্বনি বক্তার মূল আওয়াজ থেকে আলাদা বা ভিন্ন। আর যখন সিজদায়ে তিলাওয়াতে প্রতিধ্বনিকে বক্তার মূল আওয়াজ থেকে ভিন্ন সাব্যস্ত করা হয়, তখন নামাজের সিজদার জন্য প্রতিধ্বনিকে শরীয়তে বক্তার মূল আওয়াজ মেনে নেয়া শুদ্ধ নয়। অর্থাৎ, যখন সিজদায়ে তিলাওয়াতে প্রতিধ্বনি তিলাওয়াত কারীর মূল আওয়াজ থেকে ভিন্ন এবং বহির্গত, তখন নামাজেও তা বাহিরের আওয়াজ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর যখন প্রতিধ্বনি নামাজের বাহিরের আওয়াজ হিসেবে পাওয়া গেল, তখন নামাজে এর তালকীন নেয়া জায়েয নয়। চাই লাউডস্পীকারের প্রতিধ্বনি হউক বা মরুপ্রান্তরের বা অন্য কিছুর এজন্য যে, নামাজে নামাজের বহির্গত কারো তালকীন গ্রহণ করার দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়। যেমন, রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, দেওবন্দ ছাপা, পৃ: ৪১৮, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খন্ড, মিসরী ছাপা, পৃ: ৯৩, এনায়া শরহে হেদায়া মায়া ফতহুল কাদীর, ১ম খন্ড, পৃ: ৩৫১, শরহে নিকায়া, ১ম খন্ড, পৃ: ৯২, এবং ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়া, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

নামাজে মাইক ব্যবহারে আপত্তি সমূহের ভিত্তি ও পর্যালোচনা

উল্লেখিত পাঁচটি বক্তব্যে সম্মানিত ফুকাহায়ে কেরামগণ নামাজে মাইক ব্যবহারকে নিষেধ বা নাজায়েয বলার মূল ভিত্তি হিসেবে পাঁচটি মূলনীতি খুঁজে পাওয়া যায়। যথা-

❖১ নং আপত্তির ভিত্তি ঃ

আল্লাহর বাণী- নামাজের কিরাত মধ্যম পন্থায় হবে, মাইক দ্বারা নামাজে যেহেতু আওয়াজ বৃদ্ধি হয়ে যায় তাই তা নামাজে ব্যবহার নিষেধ।

পর্যালোচনাঃ

আল্লাহর বাণী–

﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ﴾

অর্থাৎ, আপনার সালাতকে (বা সালাতে কিরাতকে) বেশি উঁচু করিবেন না

এবং খুব নিচুও করিবেন না। বরং উভয় অবস্থার মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন।
-সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-১১০

এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসংগে তাফসীরে কবীর, ৭ম খন্ড, পৃ: ৪১৯ দু'টি বর্ণনা রয়েছে। যথা-

১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় নামাজের ক্বিরাতকে উঁচু স্বরে পড়তেন, যা শুনে মুশরিকরা তাঁকে এবং যে এ ওহী নিয়ে আসত তাঁকে গালী দিত যার প্রেক্ষিতে "আপনার সালাতকে বেশি উঁচু করিবেন না" তবে যেন কমপক্ষে সাথীগণ শুনতে পায় এজন্য বেশি নিচুও করিবেন না অবতীর্ণ হয়। যেন উভয় অবস্থার মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা হয়।

২) আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় নামাজ খুব চুপেচুপে পড়তেন। আর উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নামাজকে খুব উঁচু স্বরে পড়তেন। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান তিনি আমার প্রয়োজন সম্বন্ধে জানেন, তাই আস্তে পড়ি আর উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন আমি এর দ্বারা শয়তানকে তাড়িয়ে থাকি। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতাংশটুকু নাযিল হয় এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে আরো একটু উঁচু স্বরে এবং উমরকে আরও একটু নিচু স্বরে ক্বিরাত পড়তে বলে দেন।

অনুরূপ বর্ণনা তাফসীরাতে আহমদী'র ৩৩৫ পৃষ্ঠা এবং মাযহারীর ৭ম খন্ডের ১৬৪ ও ১৬৫ পৃষ্ঠায়ও রয়েছে।

এ আয়াত প্রসংগে মুফস্সিরীনে কেরামগণের কয়েকটি মত পরিলক্ষিত হয়। যথা–

প্রথমত, এখানে নামাজে কিরাতের উচ্চতা মুস্তাহাব পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে তবে ফুকাহায়ে কিরামগণ (এ আয়াত প্রসংগে) এ বিষয়ে কোন বর্ণনাই করেন নি। (তাফসীরাতে আহমদীয়া, পৃ: ৩৩৫)

দ্বিতীয়ত, এখানে وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا (নামাজকে উঁচু করিবেন না এবং নিচুও করিবেন না) দ্বারা সম্পূর্ণ নামাজকে উদ্দেশ্য অর্থাৎ, দিনের নামাজ তথা জোহর ও আসরের নামাজের বিরাত উঁচু করিবেন না (নিচু করে পড়বেন)

আর রাত্রের নামাজ তথা মাগরিব, এশা ও ফজর নামাজে কিরাত নিচু করিবেন না (উঁচু করে পড়বেন)।

-তাফসীরাতে আহমদীয়া, পৃ: ৩৩৫; তাফসীরে কাবীর, ৭ম খন্ড, পৃ: ৪১৯

তৃতীয়ত, এ আয়াতাংশ প্রসংগে বুখারী শরীফের ২য় খন্ডের ৬৮৭ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে, যা আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস এবং মুজাহিদ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) থেকেও বর্ণিত রয়েছে যে,

قُلْتُ اُنْزِلَ ذَالِكَ فِي الدُّعَاءِ-

অর্থাৎ, মা আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, এখানে সালাত বলতে দোয়া বুঝানো হয়েছে।

অনুরূপ তাফসীরে মাযহারী, ৭ম খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা, তাফসীরে জালালাইনের ২৪০ পৃষ্ঠায় ৩ নং হাশীয়ায় এবং তাফসীরে কবীরের ৭ম খন্ডের ৪১৯ পৃষ্ঠায়ও রয়েছে। তাফসীরে কবীরে আরো বলা হয়েছে যে, মারফু' সূত্রে বর্ণিত যে, এ আয়াত প্রসংগে স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, এখানে সালাত বলতে দোয়া বুঝানো হয়েছে।

চতুর্থত, তাফসীরে জালালাইন এর ২৪০ পৃষ্ঠার ৩ নং হাশীয়া এবং তাফসীরাতে আহমদীয়ার ৩৩৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে।

এ আয়াতের অংশটি اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً এ আয়াত দ্বারা منسوخ (রহিত) হয়ে গেছে।

অতএব, এ সকল আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যদি আমরা তা নাযিল হওয়ার কারণ এবং ফুকাহায়ে কিরামগণের মতামত দেখি তবে এতে মাইক বা লাউডস্পীকার নামাজে নিষেধ হওয়ার স্পষ্ট কোন বর্ণনাই এখানে পাওয়া যায় না। তদুপরি কতেক মুফাসসির এ আয়াতাংশকে মানসুখও বলেছেন।

❖ ২ নং আপত্তির ভিত্তি ঃ

মাইকে কিরাত পড়লে নামাজী ছাড়াও অন্যান্যরা শুনতে পায়, বাজার বা অন্যান্য স্থানের বেহুদা জায়গায়ও এর আওয়াজ পৌঁছে অথচ তখন সিজদার

আয়াত শুনলে কেউ সিজদা আদায় করে না এবং কুরআনের উল্লেখিত আয়াতের বিপরীত আমল হয় কাজেই তা নামাজে নিষেধ।

পর্যালোচনা ঃ

আল্লাহর বাণী–

﴿وَإِذَا قُرِءَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾

অর্থাৎ, এবং যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা তা চুপ থেকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ হয়।

-সূরা আরাফ, আয়াত-২০৪

এ আয়াত প্রসংগে তাফসীরাতে আহমদীয়ার ২৭৯ ও ২৮০ পৃষ্ঠায় কয়েকটি আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। যথা–

১) হানাফী উলামাগণ এর দ্বারা বলেন যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদী কিরাত না পড়া উচিত।

২) অন্যান্য উলামায়ে কেরামের নিকট নামাজের বাহিরে কুরআন শুনা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব।

৩) এ আয়াতটি এক সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে নাযিল হয়েছে যিনি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পেছনে নামাজে নিজেও কিরাত পড়তেন।

৪) জমহুর সাহাবীগণের মতে এ আয়াতে শুধুমাত্র মুক্তাদী নামাজীর কুরআন শুনারই হুকুম দেয়া হয়েছে।

৫) কেউ বলেন যে, এটি শুধু খুৎবাহ প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু মাদারেক গ্রন্থকারের মতে বিশুদ্ধ এই যে, এটি নামাজ ও খুৎবাহ উভয়কে লক্ষ করেই নাযিল হয়েছে।

সুতরাং উল্লেখিত আহকাম সমূহের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এর দ্বারা মাইক নিষিদ্ধ হয় না। বরং ইমামের পিছনে যেন মুক্তাদী কিরাত না পড়ে এ প্রসংগেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

❖ ৩ নং আপত্তির ভিত্তি ঃ

মাইক যেহেতু মুকাব্বির হওয়ার সুন্নত প্রথাকে বিলুপ্ত করে দেয়, তাই তা বিদআতে সাইয়্যেয়াহ বা মাকরূহ।

পর্যালোচনা ঃ

মাইক বা লাউডস্পীকার মুকাব্বির প্রথাকে বিলুপ্ত করে দেয় কিনা, এ কথা জানার পুর্বে তা জানা প্রয়োজন যে, কখন মুকাব্বির রাখতে হয় তথা মুকাব্বির রাখার বিধান কি। এ ব্যাপারে তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ গ্রন্থের ২১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে,

وَ اعْلَمْ أَنَّ التَّكْبِيْرَ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ بِأَنْ يَّبْلُغَهُمْ صَوْتُ الْإِمَامِ مَكْرُوْهٌ- وَ فِي السِّيْرَاةِ الْحَلَبِيَّةِ اِتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ التَّبْلِيْغَ فِيْ هٰذِهِ الْحَالَةِ بِدْعَةٌ مُّنْكَرَةٌ اَىْ مَكْرُوْهَةٌ وَ اَمَّا عِنْدَ الْاِحْتِيَاجِ إِلَيْهِ بِأَنْ كَانَتِ الْجَمَاعَةُ لَا يَصِلُ اِلَيْهِمْ صَوْتُ الْإِمَامِ إِمَّا لِضُعْفِهٖ وَلِكَثْرَتِهِمْ فَمُسْتَحَبٌّ-

অর্থাৎ, জ্ঞাতব্য যে, প্রয়োজন ছাড়া মুকাব্বির দ্বারা তাকবীর প্রদান করা অর্থাৎ, ইমামের আওয়াজ যদি মুক্তাদির নিকট পৌঁছে এ অবস্থায় তাকবীর প্রদান করা মাকরূহ। সিরাতে হলবীয়া গ্রন্থে রয়েছে– এ ব্যাপারে চার ইমাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, এ অবস্থায় মুকাব্বির দ্বারা আওয়াজ পৌঁছানো বিদআতে সাইয়্যেয়াহ তথা মাকরূহ। তবে যদি প্রয়োজন হয় অর্থাৎ, মুক্তাদী পর্যন্ত ইমামের আওয়াজ না পৌঁছে অথবা ইমাম দূর্বল হওয়ার কারণে অধিক লোক সংখ্যার মাঝে আওয়াজ না পৌঁছে, তবে এমতাবস্থায় মুকাব্বির রাখা মুস্তাহাব।

এ ইবারতের আলোকে বুঝা গেল যে, ইমামের আওয়াজ শেষ কাতার পর্যন্ত সকল মুক্তাদির নিকট পৌঁছলে মুকাব্বির রাখা নিষেধ। আর মাইক বা লাউডস্পীকার দ্বারা ইমামের আওয়াজ অনায়াসেই সকল মুক্তাদীর কানে পৌঁছে যায়। কাজেই এখানে সুন্নত বিলুপ্ত হওয়ার বিষয়টি আসছে না। কারণ মুকাব্বির তো রাখতে হয় ইমামের আওয়াজ সকল মুক্তাদি না শুনলে। কিন্তু মাইক দ্বারা তো সকল মুক্তাদিই আওয়াজ শুনতে পায়। কিন্তু প্রশ্ন বাকি থেকে যায় যে, মাইক বা লাউডস্পীকারের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ কিনা।

তারপরও যদি বিদআত বলা হয়, তবে তাকে বিদআত প্রসঙ্গে পূর্ণ জ্ঞান রাখতে হবে। অর্থাৎ বিদআত কাকে বলে? এর প্রকারভেদ কি? এবং কখন কোন বিষয় বিদআত বলে সাব্যস্ত হয়? এ বিষয়ে "আযানে মাইক ব্যবহার করা বৈধ" শীর্ষক আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে। আবার মাইকের সাথে মুকাব্বিরও যদি নিয়োগ করে দেওয়া হয় তবে তো তা সুন্নতের বিলুপ্তকারী হিসেবে বিদআত

বলে সাব্যস্ত হয় না। আর যদি বলা হয় তা অপচয় তবে তা যথার্থ হবে না। কেননা ধর্মীয় খাতে ব্যয় করা অপচয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়। যেমন, মাযারে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা, আগর বাতি বা সুগন্ধি ছিটানো এগুলো অপচয়ের শামিল নয়।

আর এদিকে লক্ষ্য করেই ফতোয়ায়ে বেরেলী এর ৩৫১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে,

لہذا نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نا جائز ہونا بایں معنی نہیں کہ خلاف سنت ہے بلکہ اس معنی کر کے ہے کہ اس میں من لم یدخل فی الصلوۃ اور تلقن من الخارج کا معنی پایا جاتا ہے جو کہ مفسد نماز ہے

অর্থাৎ, এ জন্য নামাজে লাউড স্পীকারের ব্যবহার নাজায়েজ এ অর্থে নয় যে, তা খেলাফে সুন্নাত বরং এ অর্থে না জায়েয যে, এর মধ্যে من لم یدخل فی الصلوۃ (যা নামাজের অন্তর্ভূক্ত নয়) এবং تلقن من الخارج (নামাজের বহির্গত অন্য কিছুর পক্ষ হতে তালকীন) পাওয়া যায়। যা নামাজ ভঙ্গের কারণ।

অতএব, উল্লেখিত আলোচনার মর্মে ইহা স্পষ্ট হল যে, নামাজে মাইক ব্যবহার করা খেলাফে সুন্নাত তথা বিদআতে সাইয়্যেয়াহ নয়। বরং এর মূল কারণ সাব্যস্ত হয় تلقن من الخارج (নামাজের বহির্গত অন্য কিছুর পক্ষ হতে তালকীন নেওয়া)। আর এখানেও তাই বলতে হবে যে, শ্রোতাগণ মুকাব্বিরের মূল আওয়াজ না শুনে মাইকের (নামাজের বাহিরের অন্য কিছুর) আওয়াজই শুনে ইক্তেদা করে থাকে। কাজেই মাইকের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ কিনা? যার আলোচনা সামনে আসছে। (إن شاء الله تعالى)

❖ ৪ নং আপত্তির ভিত্তি ঃ

সিজদার আয়াতের প্রতিধ্বনি শুনে যেহেতু সিজদা ওয়াজিব হয় না, তাই মাইক প্রতিধ্বনি বা বক্তার মূল আওয়াজ না হওয়ায় এর দ্বারা মুক্তাদী রুকু, সিজদা বা তাকবীর করলে নামাজ হবে না।

পর্যালোচনা ঃ

প্রথমত, এখানে সিজদার আয়াতের প্রতিধ্বনি শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে

না বলা হয়েছে। আর সিজদায়ে তিলাওয়াতের সাথে তুলনা (কিয়াস) করেই নামাজেও এর আওয়াজের অনুসরণে এক্তেদা করা যাবে না বলা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে তাই বলা হয়েছে যে, মাইকের আওয়াজ মূলত বক্তার আওয়াজ নয় প্রতিধ্বনি মাত্র আর যেহেতু প্রতিধ্বনি তথা গম্বুজের আওয়াজ, পাহাড়ের পাশের আওয়াজ, মরুভূমির আওয়াজ বা তোতা পাখিকে শিখানো আওয়াজ থেকে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব নয়। কাজেই মাইকের আওয়াজেও ইক্তেদা করা تلقن من الخارج (নামাজের বহির্গত অন্য কিছুর পক্ষ হতে তালকীন নেওয়া)। হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং তা নামাজ ভঙ্গ হওয়ার কারণ।

তবে এর বিপরীতধর্মী বক্তব্যও পাওয়া যায়। যেমন, তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ নামক কিতাবের ৩৯৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে,

(وَلَا تَجِبُ) سِجْدَةُ التِّلَاوَةِ (بِسَمَاعِهَا مِنَ الطَّيْرِ) عَلَى الصَّحِيْحِ وَقِيْلَ تَجِبُ وَفِي الْحُجَّةِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِاَنَّهٗ سَمِعَ كَلَامَ اللهِ-

অর্থাৎ, আর পাখীর মুখে (শিখানো পাখী, যেমন, তোতা) শুনা সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে না। বর্ণনাটি সহীহ। আবার এও বলা হয়েছে যে, সিজদা ওয়াজিব হবে। হুজ্জাত এর মধ্যে বলা হয়েছে এটিও ছহীহ কেননা সে তো আল্লাহর কালামই শুনল (যেখান থেকেই শুনে)। আবার আল্লাহর কালামের গুরুত্ব এমন যে, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১ম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠায় তাতারখানিয়ায় মুহীত: সুরখসী এর হাওলায় এবং তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ এর ৩৯৬ পৃষ্ঠায় খুলাসা, ক্বাযী খান ও দিরায়া কিতাবের হাওলায় বলা হয়েছে যে,

وَاِذَا اَخْبَرَ اَنَّهٗ قَرَأَهَا فِيْ نَوْمِهٖ تَجِبُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْاَصَحُّ (طحطاوى)-

অর্থাৎ, যদি বুঝা যায় বা সংবাদ পাওয়া যায় যে, কোন ঘুমন্ত ব্যক্তি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করেছে তবে শ্রোতার জন্য সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে। তা বিশুদ্ধ।

যদি শেষোক্ত বর্ণনাটি ধরা হয়, তবে বিষয়টি সন্দেহ পূর্ণ হয়ে যায় যে, আসলে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে কিনা? আর যদি প্রথমোক্ত বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়, যা অধিকাংশ ফকীহগণই প্রাধান্য দিয়েছেন তবেও বিষয়টি এরূপ হয় যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ মাইকের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ, না প্রতিধ্বনি?

❖ ৫ নং আপত্তির ভিত্তি ঃ

নামাজে تلقن من الخارج বা تلقن عن الغير তথা নামাজের বাহিরে কারো তালকীন গ্রহণ করলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়। আর মাইক থেকে শুনা আওয়াজটি যেহেতু বক্তার মূল আওয়াজ না কাজেই মাইক تلقن عن الغير (নামাজে অন্যের তালকীন নেয়া) হিসেবে নামাজ ভঙ্গকারী।

পর্যালোচনা ঃ

নামাজে من لم يدخل فى الصلوة বা تلقن من الخارج বা تلقن عن الغير বৈধ কিনা? অর্থাৎ, নামাজী ব্যক্তি নামাজরত অবস্থায় ইমাম কিংবা মুকাব্বির এর কথা ছাড়া অথবা ইমাম মুক্তাদীগণের লুকমা ছাড়া নামাজের বাহিরের অন্য কারো কথায় রুকু সিজদা না লুকমা গ্রহণ করা বৈধ কিনা? এতে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে কিনা?

এ বিষয়ে বুখারী শরীফ ২য় খন্ড, ৬৪৫ পৃষ্ঠায় কয়েকটি হাদীছ রয়েছে। অনুরূপ মুসলিম শরীফ এবং ওফাউল ওফা ফি আখবারি দারিল মুস্তফা নামক কিতাবের ১ম খন্ডের ৩৫৯, ৩৬১ ও ৩৬২ পৃষ্ঠায়ও বেশ কয়েকটি হাদীস রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হল–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسِ بِقُبَاءٍ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ اِذْ جَاءَهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ وَ قَدْ اُمِرَ اَنْ يَّسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَ كَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ-

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা অন্যান্য লোকজনের সাথে মসজিদে কুবায় ফজরের নামাজরত অবস্থায় ছিলাম, এ সময় এদের নিকট একজন আগমনকারী আসলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রাত্রে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যেন কেবলা পরিবর্তন করে কাবাকে কিবলা বানানো হয়। অতএব, তিনি কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তন করলেন এমতাবস্থায় তাঁদের মুখ শামের দিকে ফিরানো ছিল (যখন তারা এটি শুনল) অতঃপর কাবার দিকে ফিরে গেল।

বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃ: ৬৪৫

এ হাদীস প্রসংগে وفاء الوفاء فی اخبار دار المصطفی গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৩৬১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে–

وَفِیْ لَفْظٍ : کَانُوْا رُکُوْعًا فِی الصُّبْحِ

এক বর্ণনায় এসেছে– তখন তারা ফজরের নামাজে রুকু অবস্থায় ছিলেন।

অনুরূপ কোন কোন হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, অন্যান্য মসজিদের কেউ জুহরের নামাজে ছিলেন। কোন মসজিদে আসরের নামাজে ছিলেন। যখন বাহির থেকে আওয়াজ আসল কিবলা পরিবর্তনের, তখন তারা ২ রাকাআত নামাজ পড়েছেন বাকী দুই রাকাআত কাবার দিকে ফিরে আদায় করেছেন।

আলোচ্য হাদীস সমূহের আলোকে বুঝা যায় যে, নামাজরত অবস্থায়ও বিশেষ প্রয়োজনে বহির্গত কারো তালকীন গ্রহণ করা যায়। যেমনটি সাহাবাগণ কেবলা পরিবর্তনের সময় করেছেন। এতে تلقن عن الغیر এর বিষয়টিও সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায়।

তবে অধিকাংশ ফুকাহা ও ইমামগণ যেহেতু তা নামাজ ভঙ্গকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং একমত হয়েছেন কাজেই তাই প্রাধান্য পাবে। কিন্তু তা প্রাধান্য পেলেও বাকী থেকে যায় যে, মাইকের আওয়াজ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বক্তার মূল আওয়াজ কি না? অথবা মাইকের আওয়াজে ইক্তেদা করাকে تلقن عن الغیر হিসেবে সাব্যস্ত করা যাবে কিনা?

এছাড়া মুফতী আমজাদ আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সহ আরো যারা নামাজে মাইক ব্যবহার করা নিষেধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁদেরও আপত্তিগুলোর মূল ভিত্তি এ পাঁচটিই, এর বাহিরে নয়।

মাইকের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ কিনা?

মাইকের বা লাউড স্পীকারের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ কিনা? এ ব্যাপারে এ বিষয়ের গবেষকগণ হতে উভয় প্রকারেরই বক্তব্য পাওয়া যায়।

*কতিপয় বিজ্ঞানী বলেন এটি বক্তার মূল আওয়াজ নয়। বরং প্রতিধ্বনি বা কৃত্রিম আওয়াজ।

*আবার কতিপয় বিজ্ঞানীদের অভিমত হল তা বক্তার মূল আওয়াজই,

প্রতিধ্বনি নয়।

*আবার কেউ এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। যেমন–

◆যারা বলেছেন বক্তার মূল আওয়াজ নয়, তাদের কতিপয়ের নাম হল–

(১) এম. আর এ খান, অধ্যক্ষ টেলিকমিউনিকেশন্স ষ্টপ কলেজ, হরিপুর, হাজারা, পাকিস্তান।

(২) এল.কোনেট, টেলিকমিউনিকেশন্স ট্রেনিং সেন্টার, হরিপুর, হাজারা, পাকিস্তান।

(৩) সি.ডব্লিউ.সি রিচার্ড, টেলিকমিউনিকেশন্স ষ্টাফ কলেজ, হরিপুর, হাজারা, পাকিস্তান।

(৪) আর. এইচ হামান্স, গ্রানাডা টিভি নেটওয়ার্ক লিমিটেড, গ্রানাডা হাউস ওয়াটার স্ট্রীট, ম্যানচেষ্টার।

◆ যারা বক্তার মূল আওয়াজ বলে মত পেশ করেছেন, তাদের কতিপয়ের নাম–

(১) অধ্যাপক জনাব শিব্বীর আলী, অধ্যাপক, বিজ্ঞান বিভাগ, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।

(২) দক্ষিণ হায়দারাবাদ হতে মাওলানা আর হাই বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের থেকে জেনেছেন যে, তা বক্তার মূল আওয়াজ।

(৩) এছাড়াও আধুনিক কালের অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের অভিমত হল তা বক্তার মূল আওয়াজ।

(৪) ভূপালের আলগজন্দর হাই স্কুলের বিজ্ঞাপন বিভাগের শিক্ষক এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন।

উক্ত উভয়মুখী বক্তব্যের আলোকে মাইকের ধ্বনি মূল আওয়াজ কিনা, বিষয়টি মূলতঃ সন্দেহপূর্ণই রয়ে গেল। আবার, আমরা যদি শব্দের উৎপত্তির দিকে বিজ্ঞানীদের গবেষণা লক্ষ করি তবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দেখতে পাই। যথা-

প্রথমত, শব্দ উৎপন্ন হয় বস্তুর কম্পনের ফলে, আমাদের গলায় স্বরযন্ত্র আছে। আর এতে দু'টি পাতলা স্বরতন্ত্রী আছে, যেগুলো কম্পনের ফলে শব্দ সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত, এ শব্দ চলাচলের জন্য প্রয়োজন হয় একটি মাধ্যম। যদি কোন মাধ্যমই না থাকে তবে কেউ কিছু বললেও তা অন্যজন শুনতে পাবে না। যেমন, বিজ্ঞানের গবেষণায় চাঁদে কোন বাতাস নেই, তাই ঐখানে দুইজন নভোচারী কথা বললে ঠোটের নড়াচড়া ছাড়া কিছুই শুনতে পাবে না।

তৃতীয়ত, এ চলাচলের মাধ্যম হল তিনটি। যথা–

১. বায়বীয় (বাতাস জাতীয়)

২. তরল (পানি জাতীয়)

৩. কঠিন (লোহা, কাঠ জাতীয়)।

মূলতঃ আল্লাহই শব্দের স্রষ্টা। এর অর্থ এ নয় যে, শব্দ নিজেই সৃষ্টি হয়। বরং আল্লাহ এ সকল মাধ্যমেই শব্দের সৃষ্টি ও আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। আলা হযরত শাহ ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও তাঁর "আল কাশফুশ শাফিয়া হুকমুল ফুনজ্রাফিয়া" গ্রন্থে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন।

আর মাইক থেকে যে আওয়াজ বা শব্দটি আসে তা বক্তার আওয়াজটিই কঠিন মাধ্যমে এসে থাকে। অর্থাৎ লোহা বা তারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক প্রভাবে বক্তার মূল আওয়াজই শ্রোতাগণ শুনে থাকে। কেননা, এমনটি তো নয় যে, বক্তা কথা না বললেও আওয়াজ শুনা যায় এবং এমনটিও নয় যে, এখানে টেপ রেকর্ডারের মত রেকর্ড হয়ে সাথে সাথে বক্তব্যটি সাপ্লাই হয়ে শ্রোতার কানে পৌঁছে থাকে।

এখন, মাইক থেকে আসা আওয়াজ যদি تلقن عن الغير এর হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হয়, তবে মাইক ছাড়া খালী গলায় বললেও তো বাতাস নামক বায়বীয় পদার্থের মাধ্যমেই অন্যের কানে পৌঁছে থাকে। তবে এটাই বা تلقن عن الغير এর হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে না কেন? কেননা চন্দ্র পৃষ্ঠে এ মাধ্যম ছাড়া আওয়াজ শুনা যায় না।

সর্বোপরি পূর্বাপর সকল আলোচনার প্রেক্ষিতে নামাজে মাইক ব্যবহার করা মূলতঃ একটি বাঁধাপূর্ণ বা সন্দেহপূর্ণ অবস্থায়ই রয়ে গেল। এখন আমরা দেখব সন্দেহের ব্যাপারে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস আমাদেরকে কি দিকনের্দশনা দেয়।

সন্দেহজনক বিষয়ের ব্যাপারে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্রকারী ফরমান

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهٖ وَ الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِيْ كِتَابِهٖ وَ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفٰى عَنْهُ-

অর্থাৎ, হালাল হল যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে হালাল করেছেন, আর হারাম হল যা তাঁর কিতাবে হারাম করেছেন, আর যে বিষয়ে কোন বর্ণনাই নেই তা ক্ষমাযোগ্য।

-ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত, পৃ: ৩৬৭।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব (যার বর্ণনাকারী মাত্র একজন) এবং মাওকুফ যে হাদীসের শেষ সীমা তাবেয়ী পর্যন্ত। অর্থাৎ কোন তাবেয়ীর কথা) হওয়ার শর্তে সহীহ বলেছেন।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেল যে, যে বিষয়ে হালাল হারাম কোন বর্ণনাই নেই তা ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু যে বিষয়ে হালাল এবং হারাম উভয় রকম বক্তব্যই পাওয়া যায় অর্থাৎ কোন একটি বিষয়ে মতানৈক্যপূর্ণ বক্তব্য পাওয়া যায় যে, কোন বর্ণনায় তা হালাল আবার একই বিষয়ে অন্য বর্ণনায় তা হারাম হিসেবে বর্ণিত, ফলে বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায়। আর এ সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে দয়াল নবীজীর অনন্য পবিত্রকারী ফরমান হল–

وَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَ الْحَرَامُ بَيِّنٌ وَّ بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَّا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ وَ عِرْضِهٖ وَ مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِيْ يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يَّرْتَعَ فِيْهِ اَلَا وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلَا وَاِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهٗ اَلَا وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَ اِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

অর্থাৎ, হযরত নু'মান বিন বশীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– হালাল স্পষ্ট এবং হারাম ও

স্পষ্ট এ দু'টোর মধ্যে অনেক সন্দেহজনক বস্তু রয়েছে। যেগুলো সম্বন্ধে অনেক লোক জানে না। সুতরাং যে সন্দেহজনক বস্তু হতে বেঁচে থাকে, সে তাঁর দ্বীন ও (দ্বীনের) মর্যাদা রক্ষা করল। আর যে সন্দেহজনক বস্তুতে প্রত্যাবর্তন করল, সে যেন হারামের দিকেই প্রত্যাবর্তন করল। যেমন, কোন রাখাল তার পশু অন্য মালিকের চারণ ভূমির নিকট চড়ালে অচিরেই তাতে পশুগুলি প্রবেশ করবে। সাবধান! প্রত্যেক মালিকেরই চারণভূমি রয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহরও রয়েছে। সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহর চারণভূমি হল নিষিদ্ধ বিধানাবলী। সতর্ক হয়ে যাও! নিশ্চয় শরীরে একটি মাংসখন্ড রয়েছে যেটি পরিশুদ্ধ হলে সমস্ত শরীরই পবিত্র হল। আর এটি বিপথগামী হলে সমস্ত শরীরই বিপথগামী হল। (আবারও) সাবধান হও! এটিই হল ক্বল্‌ব (অন্তর)। (বুখারী ও মুসলিম)

-মিশকাত, পৃ: ২৪১

অতএব, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ মহান বাণীর আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, নামাজ একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আর মাইক বা লাউডস্পীকার হল নামাজ শুদ্ধ হওয়া বা না হওয়ার একটি সন্দেহপূর্ণ বস্তু। তাই মাইক দ্বারা নামাজ না পড়াই উচিত। সাথে যেহেতু আকাবিরে আহলে সুন্নাহর অধিকাংশ মুফতীয়ানে কিরামই এর থেকে বিরত থ াকতে বলেছেন। কাজেই নামাজে তা ব্যবহার না করাই উত্তম এবং সর্বোত্তম তাক্বওয়া।

আ'লে রাসূলের তাক্বওয়া

হাবীবুল ফাতাওয়া, ১ম খন্ডের ৩৮৪ ও ৩৮৫ পৃষ্ঠায় একটি প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এক বুযুর্গ গ্রহণযোগ্য আলেমে দ্বীন নামাজে লাউড স্পীকার ব্যবহার করা খেলাফে আওলা ওয়া আফযল বলেছেন। আর তিনি আ'লে রাসূলেরও অন্তর্ভূক্ত তাঁর এ ফতওয়া কেমন? (প্রশ্ন হতে সংক্ষেপিত)।

উত্তরে বলা হয়েছে–

جس عالم دین نے نماز میں لاؤڈا سپیکر کے استعمال کرنے کو خلاف اولی و افضل قرار دیا ہے اس کا حکم کامل احتیاط پر مبنی ہے اس حکم پر کسی کا اختلاف کرنا بالکل غلط و باطل ہے

অর্থাৎ, যে আলেমে দ্বীন নামাজে লাউড স্পীকার ব্যবহার করাকে খেলাফে আওলা ও আফযল বলেছেন, তাঁর এ হুকুম পূর্ণ সতর্কতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ

হুকুমের উপর কারো মতানৈক্য করা সম্পূর্ণ ভুল এবং বাতিল।

অতঃপর মুছান্নিফ এ বিষয়ে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

অতএব, আমাদেরকে আলে রাসূলের এ ফতোয়া মেনে নেয়াই উচিত তথা নামাজে মাইক ব্যবহার না করাই পূর্ণ সতর্কতা ও আল্লাহভীতি।

পরিশিষ্ট

আল্লাহর বাণী–

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে এমনভাবে ভয় কর, যেমনটা করা উচিত এবং তোমরা পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না (অর্থাৎ মুত্তাকী হয়েই মৃত্যু বরণ কর)।

-সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১০২

অতঃপর আল্লাহ পাক আরও ইরশাদ করেন–

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ﴾

অর্থাৎ, আর (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি ধর্মের বিধানাবলীতে সংকীর্ণতা (জটিলতা) আরোপ করেননি।

-সূরা হজ্ব, আয়াত-৭৮

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُّشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَتْهُ-

অর্থাৎ, আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন– নিশ্চয়ই দ্বীনের বিধানাবলী অত্যন্ত সহজ। কিন্তু যে ব্যক্তি দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করবে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

-বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃ: ১০

কাজেই ধর্মের বিধানে কঠোরতা আরোপ করা যাবে না, যাতে মুসলিম এর থেকে নিরাশ হয়ে পরে। অতএব, মাইক দ্বারা আযান কিংবা অন্যান্য ইবাদত করার কারণে কাউকে আল্লাহর এ পবিত্রবাণী–

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْئًا﴾

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং এতে কোন বস্তু শরীক করিও না।
-সূরা নিসা, আয়াত-৩৬

এর দ্বারা অপব্যখ্যা করে মুশরিক বলার কারণে ফতোয়া দাতার উপরই অনুরূপ ফতোয়া আসবে। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ গবেষণা না করে এভাবেই বলে দেয় এবং সত্য স্পষ্ট হওয়ার সাথে সাথে এর থেকে ফিরে আসে তবে তাঁর হুকুম ভিন্ন।

মূলতঃ শিরকের সংজ্ঞা হল– আল্লাহর জাত (সত্তা) বা সিফাত (গুণাবলী) বা ইবাদতে আল্লাহর সমকক্ষ কোন কিছু বা কাউকে মনে করা। এমন কোন মুসলমান কি কেউ দেখাতে পারবে যারা মাইককে আল্লাহর জাত ও সিফাতের সমকক্ষ মনে করে অথবা আল্লাহর মত ইবাদতের যোগ্য মনে করে? কখনোই নয়। আবার এ আয়াতের আলোকে যদি ইবাদতে মাইক ব্যবহার শিরক বলে সাব্যস্ত হয়, তবে মাইক দ্বারা ওয়াজ-নসিহত বা অন্যান্য তালিম-তরবিয়ত, পীরী-মুরীদী, মিলাদ-দরূদ সবই শিরক হওয়ার কথা। কেননা, ওয়াজ-নসিহত সহ ধর্মীয় অন্যান্য কর্মাদীও ইবাদতের শামিল। বরং ওয়াজ করার জন্য কুরআনে আল্লাহর নির্দেশও রয়েছে। আর এতে অনেক ছোয়াবও রয়েছে। তাহলে এটা কেন ইবাদত হবে না? মূলতঃ মুমিনের প্রত্যেকটি ভাল কর্মই আল্লাহর ইবাদত। সুতরাং যারা অপব্যাখ্যা করে মাইক ব্যবহারকারীদের উপর শিরকের ফতোয়া আরোপ করে যাচ্ছে, তাদের চিন্তা করা উচিত নয় কি যে, তাদের অবস্থান কোথায়? আর আমাদের আকাবীরে আলাইহিস সুন্নাহ, বিশেষত উলামায়ে বেরেলী, তথা রেজভী উলামাগণ এবং স্বয়ং মুফতীয়ে আজম হিন্দ মোস্তফা রেযা খাঁন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উপর শিরকের মিথ্যা ফতোয়া আরোপ হচ্ছে কিনা?

আল্লাহ এ সকল বদ ধারণা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমিন। বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন।

واللہ ورسولہ اعلم بالصواب-

দরগাহ্ শরীফে উদ্‌যাপিত অনুষ্ঠানাদী

❀ মহান স্রষ্টা ও সৃষ্টির ঈদ ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তারিখঃ ১২ রবিউল আওয়াল (ঢাকায়)।

❀ আহলে বাইতের স্মরণে বার্ষিক ওরছে আজীম

তারিখঃ ০১ ফাল্গুন, ১৩ ফেব্রুয়ারী।

❀ শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হুসাইন ও আহলে হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এর স্মরণে ফাতেহা শরীফ

তারিখঃ ১০ মহররম।

❀ তাপসী মা রাবেয়া রেজভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহা) এর ইন্তেকাল দিবসঃ ২৩ সফর, ১৪২২ হিজরী, ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৮ বাংলা, ১৮ মে, ২০০১ইং, রোজঃ শুক্রবার, জুমুআর পূর্বে

তারিখঃ প্রত্যেক জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম শুক্রবার।

❀ লাইলাতুল মেরাজ, লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল ক্বদরের নামাজ

তারিখঃ যথাক্রমে ২৭ রজব, ১৫ শা'বান, ২৭ রমজান।

এছাড়াও খতমে গাউছিয়া, গিয়ারভী ও বারভী শরীফসহ যথাসম্ভব ধর্মীয় অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়ে থাকে।